সংবাদ
সংবাদ

তারিখ ... 14 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

বদরগঞ্জে জাতীয় মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় অনিয়মের অভিযোগ

রুহুল আমিন সরকার, বদরগঞ্জ (রংপুর)

রংপুরের বদরগঞ্জে মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিজ্ঞান মেলায় প্রকল্প উপস্থাপন না করেও বিচারক প্যানেল প্রভাবিত হয়ে এক শিক্ষার্থীকে প্রথম হিসেবে ঘোষণা করেছে। গত মঙ্গলবার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিতভাবে এই অভিযোগ করেছেন মধুপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক চিত্তরঞ্জন রায়।

জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে তিনটি গ্রুপে ও চারটি বিষয়ে বছরের সেরা ১২ মেধাবী নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই প্রথম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী অনন্য সাধারণ মেধা অন্বেষণ ও শহর-গ্রামের বৈষম্য নিরসনে জাতীয় সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ১১ মার্চ উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণীর ভাষা ও সাহিত্যে ২২ জন, বিজ্ঞানে ৪ জন, বাংলাদেশ স্টাডিজে ২৭ জন এবং গণিত ও কম্পিউটারে ৩ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। এছাড়া নবম ও দশম শ্রেণীর ভাষা ও সাহিত্যে ১৪ জন, বিজ্ঞানে ৮ জন, বাংলাদেশ স্টাডিজে ৭ জন এবং গণিত ও কম্পিউটার প্রতিযোগিতায় ১১ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। আর এতে বিচারক প্যানেলের দায়িত্বপালন করেন তারাগঞ্জ উপজেলার বিবয়বস্তু বিশেষজ্ঞ পাঁচ শিক্ষক। অভিযোগ উঠেছে, বিচারক প্যানেল প্রভাবিত হয়ে ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞানে কুতুবপুর অরুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুসা ইসলামকে প্রথম হিসেবে নির্বাচিত করেছে। যদিও এই শিক্ষার্থী বিজ্ঞান মেলায় কোন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেনি। অভিযোগকারী মধুপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন রায় নিজেকে বিজ্ঞান বিষয়ের বিশেষজ্ঞ দাবি করে বলেন, জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলায় অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যারা বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ প্যানেলে ছিলেন তারা কিছুই জানেন না। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান মেলায় বিষয়বস্তু উপস্থাপন না করলেও তারা ওই শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত হয়ে প্রথম হিসেবে ঘোষণা করেছেন। যা পুরোপুরি অন্যায়। এ কারণে তিনি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করে ইউএনওর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোবাশ্বের হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মেধা যাচাই করা হয়েছে। এতে কোন অনিয়ম হয়নি। তিনি বলেন, ওই শিক্ষকের মনোনীত শিক্ষার্থী আশানুরূপ ফলাফল করতে না পারায় মনোক্ষুণ্ন হয়ে তিনি এ অভিযোগ করেছেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বন্দকার ইসতিয়াক আহমেদও প্রায় এক এবং অভিন্ন সুরে কথা বলেছেন। তবে তিনি বলেছেন, যেহেতু অভিযোগ হয়েছে তাই বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।